সংবাদ

তারিখ 01 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জরুরি অবস্থায় চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্রশিবিরের দৌরাত্ম্য

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দখলকে কেন্দ্র করে গত রোববার মধ্যরাতে ইসলামী ছাত্রশিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ছাত্রশিবিরের বর্বর হামলায় ছাত্রদল নেতাকর্মী ও সাধারণ ছাত্র মিলিয়ে ৪০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১৯ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর। সোমবার সকালে কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের ক্লাস ও পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। ছাত্রীবাস খোলা রাখা হলেও তিনটি ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ একটি ছাত্রাবাস থেকে ২৫ জনকে আটক করেছে। বিদ্যমান জরুরি অবস্থায় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও শিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বহাল এবং বহিরাগতদের সহায়তায় সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রশিবিরের হল দখলের ঘটনায় প্রশাসনে তোলপাড় চলছে।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে অবৈধভাবে দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তিসহ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। কয়েকদিন আগে দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষ ক্যাম্পাসে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত রোববার ছাত্রাবাসের ডাইনিং হলে খাবার গ্রহণকে কেন্দ্র করে শিবিরের ক্যাডাররা বহিরাগতদের জড়ো করে ছাত্রদলের ওপর দফায় দফায় আক্রমণ চালায়। ছাত্রদল তাদের সীমিত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলে রাত ১২টায় সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। ছাত্রদল অভিযোগ করেছে, বহিরাগতদের সহযোগিতায় শিবির সন্ত্রাসীরা হকিস্টিক, লোহার রড ও লাঠি নিয়ে ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের খবর পেয়ে তিন প্লাটুন পুলিশ রাত ১টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক দখল করতে গত ২০ বছরে ইসলামী ছাত্রশিবির অসংখ্যবার ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। শিবিরের সন্ত্রাসী হামলায় ছাত্রদল নেতাসহ বেশ কয়েকজন কর্মী প্রাণ হারিয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল পলিটেকনিক ক্যাম্পাস দখল করে এবং জোট সরকারের ৫ বছরে ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের প্রায়ই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটত। এলাকায় চাঁদাবাজি, পাহাড় দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের। বিদ্যমান জরুরি অবস্থার মধ্যেও ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। গত সোমবার ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়ার পরও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা এলাকায় অবস্থান করছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। তারা পুরনো কায়দায় যেকোন সময় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাস দখল করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম থেকে আমাদের এক প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের দৌরাত্ম্য জরুরি অবস্থা চলাকালেও কমেনি। চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে পুরোপুরি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সন্ত্রাসী তৎপরতা তার একটা প্রমাণ। ছাত্রশিবির সাংগঠনিক কাজ চালানোর পাশাপাশি নগরী ও জেলায় বায়তুল মালের নামে বেপরোয়া চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নগরীর বিভিন্ন মার্কেট ও পাড়ার দোকানে দোকানে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বাইরে মফস্বলে শিক্ষা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও তারা চাঁদাবাজি করছে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে শিবির কর্মীরা। জরুরি অবস্থার মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির কীভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং বেপরোয়া চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা সে প্রশ্ন রাখলাম।